গো-চাষিদের আর্থিক অবস্থার দিকটি বিবেচনা করে ভর্তুকির সিদ্ধান্ত সরকারের

স্টাফ রিপোর্টার: সমবায়ের মাধ্যমে সরকারকে দুধের জোগান দেওয়া চাষিদের প্রতি লিটারে ২ টাকা অতিরিক্ত ভর্তুকি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এই মুহূর্তে প্রতি লিটারে দুধের সংগ্রহ মূল্য ২৫ টাকা। রাজ্য সরকারের নয়া সিদ্ধান্তে সংগ্রহ মূল্য অপরিবর্তিত থাকলেও ভর্তুকি যোগ করে এখন থেকে দুধ চাষিরা লিটারে ২৭ টাকা হাতে পাবেন।

রাজনৈতিক মহলের ব্যাখ্যা এই মুহূর্তে গোটা রাজ্যে ওয়েস্ট বেঙ্গল কো-অপারেটিভ মিল্ক প্রোডিউসার ফেডারেশনের অধীন প্রায় ১ লক্ষ ২০ হাজার দুধ চাষি রয়েছে। তাদের পরিবারের সদস্য এবং পরোক্ষভাবে যুক্ত মানুষের সংখ্যা মিলে প্রায় ১০ লক্ষ হবে। যারা মূলত রাজ্যের গ্রামীণ এলাকার বাসিন্দা। স্বভাবতই ভোটের মুখে অতিরিক্ত ২ টাকা বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত শাসক দলকে রাজনৈতিকভাবে ডিভিডেন্ট দেবে বলে মনে করা হচ্ছে। গোটা ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা আনতে এই ভর্তুকির টাকা সংশ্লিষ্ট দুধ চাষিদের নিজস্ব ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। এর জন্য জেলাওয়াড়ি চাষিদের তথ্য সংগ্রহের কাজ চলছে পুরোদমে। পরিবর্তনের সরকার দুধ চাষিদের

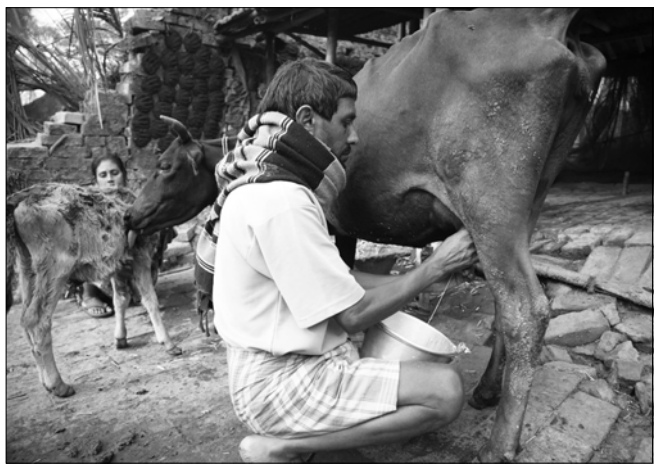

বাড়তি এই আর্থিক সুবিধা পাইয়ে দিতে সংশ্লিষ্ট খাতে চলতি আর্থিক বছরে প্রায় সাড়ে ৬ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে। সম্প্রতি সেই টাকাও রিলিজ করা হয়েছে বলে অর্থ দফতর সূত্রে খবর।

এই মুহূর্তে রাজ্যে ১৪টি জেলায় সক্রিয় মিল্ক ফেডারেশন রয়েছে। জেলার অধীনে দুগ্ধ সমবায় গড়ে প্রান্তিক গো-চাষিরা প্রতিদিন সরকারকে দুধ জোগান দেয়। অভিযোগ, আমূল সহ একাধিক বেসরকারি সংস্থা সরকারের চেয়ে লিটারে বেশি টাকার টোপ দিয়ে বড় অংশের দুধ কিনে নিত। যার জেরে রাজ্য দুধের দৈনিক চাহিদার ধারে কাছে পৌঁছতে পারত না। কাঁচা দুধের আকাল কাটাতে সরকারকে অতিরিক্ত টাকা খরচ করে বাইরে থেকে মিল্ক পাউডার কিনে কাঁচা দুধের সরবরাহ ঠিক রাখতে হত। প্রাণীসম্পদ বিকাশ দফতর সূত্রের দাবি, এর জেরে একদিকে যেমন রাজ্যের দুধ চাষিরা নিজেদের হকের পাওনা থেকে বঞ্চিত হতেন, অন্যদিকে দুধের উৎপাদন মূল্য একলাফে অনেকটা বেড়ে যেত।

২ টাকা করে বাড়তি ভর্তুকি দেওয়ার সিদ্ধান্তে চাষিরা আরও বেশি করে সরকারকে দুধ জোগানে উৎসাহ পাবেন বলেও মনে করা হচ্ছে। রাজ্যবাসী আগামীদিনে যার সুফল পাবে বলে আশাবাদী প্রশাসনিক কর্তাদের একাংশ।

এ প্রসঙ্গে রাজ্যের প্রাণীসম্পদ বিকাশ দফতরের মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ বলেন, গো-চাষিদের আর্থিক অবস্থার দিকটি বিবেচনা করে অতিরিক্ত ২ টাকা ভর্তুকি বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। যাঁরা প্রকৃত গো-চাষি, তাঁরাই এই সুবিধা পাবেন।

দুধের সার্বিক জোগান বাড়াতে এবং বেসরকারি সংস্থাগুলিকে দুধ বিক্রি বন্ধ করতে এই সিদ্ধান্ত অনুঘটকের কাজ করবে বলে দাবি স্বপনবাবুর। প্রকৃত চাষিরাই যাতে এই আর্থিক সুবিধা পান, তা নিশ্চিত করতে প্রত্যেকের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে এই ভর্তুকির টাকা পাঠিয়ে দেওয়া হবে বলেও জানান বিভাগীয় মন্ত্রী। যদিও সূত্রের দাবি, এতসব করেও সরকারি দুধ উৎপাদনের করুণ চিত্র এতটাও বদলায়নি। ২০০৮ সালের এক সমীক্ষা অনুযায়ী রাজ্যে প্রতিদিন কাঁচা দুধের চাহিদা ২৫ লক্ষ কেজি। সেখানে সরকারি-বেসরকারি মিলিয়ে দৈনিক উৎপাদন হয় মাত্র ১৪ লক্ষ কেজি। স্বভাবতই দিনপিছু প্রায় ১১ লক্ষ কেজি ঘাটতি রয়েছে। এর সঙ্গে ঘি, মাখন, পনির সহ যাবতীয় দুগ্ধজাত দ্রব্য ধরলে চাহিদা ও জোগানের মধ্যে ফারাক আরও বেড়ে যাবে।

উবের আরও নতুন ব্যবসা করতে পারবে : দারা

নিজস্ব সংবাদদাতা : গ্র্যাব-এর সঙ্গে চুক্তির ফলে উবের ভারত সহ মূল বাজারগুলিতে লগ্নি বাড়াতে সক্ষম হবে। উবের ইটস-এর মতো নতুন ব্যবসা আরও করতে পারবে বলে জানিয়েছেন এই মার্কিন ক্যাব সংস্থার চিফ এক্সিকিউটিভ দারা খোসরোওয়ায়হাই। উবের-এর প্রথম তিনটি বাজারের মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও আমেরিকার সঙ্গে ইতিমধ্যেই স্থান পেয়েছে। ভারত থেকে গোটা বিশ্বে তাদের মোট ট্রিপ-এর ১০ শতাংশ খোসরোওয়ায়হাই বলেন, 'গ্র্যাব-এর সঙ্গে চুক্তির ফলে আমরা প্রধান বাজারগুলিতে আরও বেশি অর্থ লগ্নি করতে পারব এবং আমরা মনে করি উবের সাফল্যে ভারত একটা বড় ভূমিকা নেবে। আমরা যে সমস্ত ব্যবসা করি, সেখানে নিজস্ব ব্যবসা বৃদ্ধিকে আমরা অগ্রাধিকার দেব।'

প্রসঙ্গত, চিন-রাশিয়ার পর এবার দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া পাততাড়ি গুটিয়ে ফেলছে উবের। সিঙ্গাপুরস্থিত সংস্থা 'গ্র্যাব'এর হাতে নিজেদের অ্যাপ-ক্যাব খাদ্য পরিবহণ ব্যবসা বিক্রি করে দিচ্ছে মার্কিন অ্যাপ সংস্থা উবের। বদলে নতুন সংস্থার ২৭.৫ শতাংশ অংশীদারিত্ব তারা। তবে এর জেরে ভারতে উবের-এর পরিষেবায় প্রভাব ফেলবে না। আগে ২০১৬ সালে হাড্ডাহাড্ডি পর চিনে তাদের ব্যবসা প্রতিদ্বন্দ্বী দিদুশিং-এর কাছে একইভাবে বিক্রি করে দিয়ে নতুন সংস্থায় নিয়েছিল উবের। এরপর গত বছরে রাশিয়ারের সঙ্গেও নিজেদের ব্যবসা মিশিয়ে দিয়েছিল মার্কিন অ্যাপ ক্যাব সংস্থাটি।

খোসরোওয়ায়হাই জানান, এখন উবেরের নজর ভারতের আর ভারতের বাজারে সাফল্য পেতে যা করা দরকার সবই করবে সংস্থা। তাঁর কথায়, 'আমাদের উর্ধ্বসীমা (লগ্নির ক্ষেত্রে) নেই। আমরা আমাদের পণ্যগুলি তৈরি করব যাতে সেগুলি বিশ্ব জুড়ে নেতৃত্ব দিতে পারে। পাশাপাশি, ভারতীয় ক্রেতাদের জন্য আমাদের পণ্যগুলিতে সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য থাকবে।' ভারতে ব্যবসা বাড়াতে উবের বিরাট লগ্নি অব্যাহত রেখেছে। ২০১৫ সালে এই মার্কিন সংস্থা ঘোষণা করেছিল, ভারতে তাদের পরিষেবা সম্প্রসারণ করতে তারা ১০০ কোটি মার্কিন ডলার বিনিয়োগ করবে। হায়দরাবাদে তারা ৫ কোটি মার্কিন ডলার লগ্নি করে ইতিমধ্যেই একটি সহায়তা কেন্দ্র গড়ে তুলেছে। তবে ভারতের বাজারে উবেরের মুনাফার মুখ দেখতে এখনও কিছুটা সময় লাগবে।

এ ব্যাপারে সংস্থার চিফ এক্সিকিউটিভের মন্তব্য, 'আমি মনে করি ভারতে আমরা যদি আগামী বছর ভারতে মুনাফা দেখাই তা হলে সেটা হবে বড় ভুল। সে ক্ষেত্রে অর্থ দাঁড়াবে আমরা যথেষ্ট লগ্নি করছি না। ভারতে আমাদের প্রতিযোগিতামূলক অবস্থানের বিষয়ে আমরা আত্মবিশ্বাসী। আমাদের চালক, আরোহীদের মনোভাব, আমাদের পরিষেবার মান, সব ক্ষেত্রেই আমরা এগিয়ে। আমরা মনে করি আগামী দশ বছরে আমরা ভারত থেকে ৫ থেকে ১০ গুণ ব্যবসা বাড়াতে সক্ষম হবে। এর জন্য দরকার বিনিয়োগ। একই সঙ্গে লগ্নি বাড়লেই মুনাফা আসবে। কিন্তু সে ব্যাপারে আমাদের কোনও নির্দিষ্ট সময়সীমা নেই।'

একাধিক মহলে জল্পনা শুরু হয়েছে, এরপরে ভারতেও অপর জনপ্রিয় অ্যাপ-ক্যাব সংস্থা 'ওলা'র সঙ্গে মিশে যেতে পারে উবের। কারণ, সম্প্রতি প্রায় ৬,৯০০ কোটি টাকা উবেরের বিনিয়োগ করেছে 'ওলা'র অন্যতম লগ্নিকারী জাপানি অর্থলগ্নি সংস্থা সফ্টব্যাঙ্ক। জল্পনা ইন্ধন পাচ্ছে আরও একটি তথ্যে সিঙ্গাপুরের 'গ্র্যাব'-এও বড় অংশীদারিত্ব রয়েছে সফ্টব্যাঙ্ক-এর। ফলে নিজেদের সহযোগী সংস্থাগুলির মধ্যে ব্যবসার কাটাকুটিতে যাতে বাজার মার না খায়, তার জন্য চাপ দিতে পারে তারা। এ ব্যাপারে এক নির্দিষ্ট প্রশ্নের উত্তরে খোসরোওয়ায়হাই-র মন্তব্য, 'আমাদের সহযোগী এবং শেয়ারগ্রাহকদের পক্ষে লাভজনক এমন যে কোনও চুক্তি আমরা করতে চাই। তবে ভারতে আমাদের নিজেদের ভবিষ্যৎ আমরা নিজেরাই নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে বলে বিশ্বাস করি। উন্নত দেশগুলি থেকে মুনাফা অর্জন করে তা ভারত, মধ্যপ্রাচ্যে এবং আফ্রিকার মতো বৃদ্ধিশীল বাজারে আমরা লগ্নি করতে চাই। আমাকে বিশ্বাস করুন, মাসা (সফ্টব্যাঙ্ক সিইও) উন্নয়ন পছন্দ করে।'

এদিকে উবের ইন্ডিয়াকে ওলা অধিগ্রহণ করতে পারে বলে সূত্রের খবর। দু'টি কোম্পানিতেই লগ্নিকারী জাপানি সংস্থা সফ্টব্যাঙ্ক-এর উদ্যোগে ফের এই আলোচনা শুরু হয়েছে বলে জানা গেছে। এ ব্যাপারে ওলা-র এক মুখপাত্র বলেন, 'ওলা সর্বদা তার ব্যবসা সম্প্রসারণের সুযোগ খুঁজছে। সফ্টব্যাঙ্ক ও অন্যান্য লগ্নিকারীরা এই স্বপ্নপূরণ করতে দায়বদ্ধ।' অন্যদিকে এ ব্যাপারে এক নির্দিষ্ট প্রশ্নের উত্তরে উবেরের মুখপাত্রের মন্তব্য, 'আমি এটা স্পষ্ট করে বলতে চাই কোনও আলোচনা হচ্ছে না এবং সংযুক্তিকরণ বা অধিগ্রহণের বিষয়ে কোনও ঘোষণাও পাইপলাইনে নেই।'

বিমানবন্দরে মিলবে পতঞ্জলির সামগ্রী

স্টাফ রিপোর্টার: এবার বিমান বন্দরেও পাওয়া যাবে রামদেবের পতঞ্জলির সামগ্রী। দেশের সব বিমানবন্দরে নিজেদের স্টোর খোলার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তাঁরা। সেজন্য ইতিমধ্যেই অন্য একটি সংস্থার সঙ্গে চুক্তি হয়েছে পতঞ্জলি প্রাইভেট লিমিটেডের। যে সংস্থার সঙ্গে পতঞ্জলির চুক্তি হয়েছে তার নাম জেএইচএস সেনগড় ল্যাবরেটরি লিমিটেড। সংস্থার এমডি নিখিল নন্দা জানিয়েছেন, বিদেশি ক্রেতাদের কাছে পতঞ্জলি আয়ুর্বেদকে পৌঁছে দেওয়ার জন্যই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। তিনি আরও জানিয়েছেন আগামী দু' বছরের মধ্যে দেশের একাধিক বিমানবন্দরে পতঞ্জলির প্রায় ১০০টি বিপণী খুলতে চান তাঁরা।

The Executive Engineer, P.W.D., Howrah Construction Division, invites online Notice Inviting Tender from the bonafied Agencies for "Construction of 1 (one) on. BAITARANI at Bhagrathi Co-operative under Dingakhola GP Mouza Shibgunj II No 108 Kh no 1 Plot no 1487 under Sahyampur-IP Samaity in the district of Howrah during the year 2017-18", amounting to Rs. 877189.00, having credential of similar nature of work vide-e-NIT No. WBPWD/EE/HCD/e-NIT - 23/2017-18 (6th Call for SL No - 1). (Tender ID - 2018_WBPWD_168183_1) For detail please log on https://wbtenders.gov.in.

Sd/-
Executive Engineer, P.W.D.
Howrah Construction Division

NOTICE INVITING QUOTATION NO :14/EE/PWD/KSD of 2017-2018

Sealed Quotations ***(Preparation & supply of model of Kishore Bharati Stadium)*** are hereby invited by the Executive Engineer, PWD, Kolkata South Division, vide **N.I.Q.NO.14/EE/PWD/KSD of 2017-2018,** bonafied outsiders having with sufficient credential. Last Date of Application – 05.04.2018 up to 5.00 P.M. Details can be seen from this office Notice Board & **website https://www.pwdwb.in.**

Executive Engineer, P.W.D.
Kolkata South Division

NIT No. 14 of 2017-18 of EE/ MDD

On behalf of the Governor, West Bengal, sealed tenders are invited by the Executive Engineer, Mograhat Drainage Division from the Bonafide Outsiders for 10 Nos. of Maintenance & Repair works in the District of South 24 Parganas. Last date of receiving application = 10.04.2018 up to 2.00 PM. Details may be had from the office of the undersigned on working days during office hours or on web site www.wbiwd.gov.in

Sd/-
Executive Engineer
Mograhat Drainage Division
Jalasampad Bhawan
Salt Lake, Kolkata - 91

পূর্ব রেলওয়ে

এনআইটি নম্বর ঃ ২২৮_২০১৭-১৮ এবং ২২৯_২০১৭-১৮, তারিখ ২৮.০৩.২০১৮। ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া **ডিইএন/এআরবিএন/এইচডব্লুএইচ**-এর অধীনে নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য সেচ/সিপিডব্লুডি/এসইবি/এমইএস বা অন্য কোনও সরকার অধিগৃহীত সংস্থায় রেজিস্ট্রিকৃত সমেত অনুরূপ ধরনের কাজে অভিজ্ঞতা ও প্রয়োজনীয় আর্থিক সামর্থ আছে এরূপ টেন্ডারদাতাদের থেকে অনলাইন নিম্নলিখিত ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন ঃ **ক্রমিক নম্বর ১। এনআইটি নম্বর ঃ ২২৮_২০১৭-১৮। কাজের বিবরণ ঃ** (১) তেলকলঘাট কলোনিতে ০.৫ ফিল্টার প্ল্যান্ট (গুড্স শেড থেকে) থেকে তেলকলঘাট পাম্প হাউস পর্যন্ত ১৫০ মিমি ডায়া মাপের ডিআই পাইপ দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত সিআই পাইপের বদল। (২) এইএন/ভর্ডু/এইচডব্লুএইচ-এর অধীনে টিন্ডেলবাগান রেলওয়ে কলোনিতে ব্রুক নম্বর ২২০, ১৭৯, ১৮০ ও ১৮১ (মোট ৮৪ ইউনিট) -তে ওভারহেড রুফ ট্যাঙ্ক স্থাপন সহ ক্ষতিগ্রস্ত পাইপলাইন ও ফিটিসেস-এর মেরামত ও প্রতি-স্থাপন। **আনুমানিক ব্যয় ঃ** ৯৬,১২,৪৭৮.৮০ টাকা। **বায়নামূল্য ঃ** ১,৯২,২৫০ টাকা। **ক্রমিক নম্বর ২। এনআইটি নম্বর ঃ ২২৯_২০১৭-১৮। কাজের বিবরণ ঃ** এইএন/ভর্ডু/এইচডব্লুএইচ-এর অধীনে হাওড়া স্টেশন টার্মিনাল-১-এ পিএফ নম্বর ২-৩ এবং ৪-৫-এর পিএফ সারফেসের উন্নয়ন ও মেরামত। **আনুমানিক ব্যয় ঃ** ১,৪৬,৩৯,৬৭৯.৯২ টাকা। **বায়নামূল্য ঃ** ২,২৩,২০০ টাকা। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ০৪.০৫.২০১৮ তারিখে দুপুর ২টা।
Yakshi HWH-304/2017-18

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

হায়দরাবাদে মহিলা দক্ষতা সমিতির অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উপরাষ্ট্রপতি ভেঙ্কাইয়া নাইডু। (ছবি পিআইবি)

দক্ষতার কাজ করে চলেছে বিটিএল

নিজস্ব সংবাদদাতা : জন্মের ১২ বছর পরও একই দক্ষতার সঙ্গে কাজ করে আসছে বিটিএল ইপিসি। তারই সুফল হিসেবে এবার ৮০০ কোটির অর্ডার হাতে পেল কলকাতার এই সংস্থা। এই প্রকল্পের মাধ্যমে ইঞ্জিনিয়ারিং ও নির্মাণ ক্ষেত্রে আরও এগিয়ে যেতে বদ্ধপরিকর শ্রাচী গ্রুপের এই শাখা সংস্থা। সাফল্য সম্পর্কে সংস্থার ম্যানেজিং ডিরেক্টর রবি টোডি বলেন, 'শ্রাচী গ্রুপের প্রতিস্থাপনের পর অনেক দূর এসেছি আমরা। ভবিষ্যতেও সময়ের সঙ্গে সঙ্গে উন্নত হতে থাকব। আগামী কয়েক বছরেই ১৫ শতাংশ থেকে ২০ শতাংশ সিএজিআর বৃদ্ধি আশা করছি আমরা।' প্রসঙ্গত, বর্তমানে দেশের ইপিসি সেক্টরে উজ্জ্বল সংস্থাগুলির মধ্যে অন্যতম বিটিএল ইপিসি। কলকাতায় অবস্থিত সংস্থাটির বিদ্যুৎও স্টিল ছাড়াও সোলার ডিভিশন, জলপ্রকল্প এবং কোল-এর মতো প্রকল্পের কাজ সাফল্যের সঙ্গে করে আসছে।

টেলিকম সেক্টরে প্রচুর কাজের সুযোগ আসছে

নিজস্ব সংবাদদাতা : টেলিকম সেক্টরে বিপুল কাজের সম্ভাবনা রয়েছে। এমনটাই জানাল টেলিকম সেক্টর স্কিল কাউন্সিল। সম্প্রতি ৯০ হাজার পদে নিয়োগ করার কথা ঘোষণা করেছে ভারতীয় রেল। তার পরে এক কাজের সুযোগ এল টেলিকম সেক্টর থেকে। টিএসএসসি'র সিইও এস পি কোচার সংবাদ সংস্থাকে জানিয়েছেন, বর্তমানে টেলিকম সেক্টরে কাজ করছেন ৪০ লাখ মানুষ। এবার আগামী ৫ বছরে ওই সেক্টরে ১ কোটি চাকরির সম্ভাবনা রয়েছে। সম্প্রতি টেলিকম সেক্টরে কাজের বাজারে কিছুটা মন্দা চলছে। কিন্তু মেশিন টু মেশিন কমিউনিকেশন, ম্যানুফ্যাকচারিং, পরিকাঠামোগত ক্ষেত্রে ওই বিপুল সংখ্যক লোকের কাজের সম্ভাবনা তৈরি হচ্ছে বলে জানিয়েছেন কোচার। কোচার জানিয়েছেন, টেলিকম সেক্টরে ম্যানুফ্যাকচারিং ক্রমশ জনপ্রিয় হচ্ছে ভারতে। কিন্তু প্রযুক্তিগত উন্নতির সঙ্গে বহু কর্মী কাজ চলে যাওয়ার আতঙ্কে ভুগছেন। এদের সাহায্য করতেই এগিয়ে আসছে টিএসএসসি। টেলিকম সেক্টরের বিভিন্ন কাজের জন্য বেশকিছু প্রশিক্ষিত কর্মী তৈরি করতে চলেছে তারা। দেশের একাধিক টেলিকম কোম্পানিও চাইছে দেশে এমনকিছু প্রতিষ্ঠান তৈরি হোক যেখানে থেকে প্রশিক্ষিত কর্মী মিলবে।

জুনেই ৪৮ কোটি ছুঁয়ে যাবে ইন্টারনেট গ্রাহকের সংখ্যা

দিল্লি, ৩০ মার্চ: বৃহস্পতিবার প্রকাশিত একটি রিপোর্ট অনুযায়ী ২০১৮ সালের জুন মাসের মধ্যে ভারতে মোবাইল ইন্টারনেট গ্রাহকরে সংখ্যা পেরিয়ে যাবে ৪৭ কোটি ৮০ লাখ।

ইন্টারনেট অ্যান্ড মোবাইল অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়া এবং ক্যান্টার-আইএমআরবি-র যৌথ প্রয়াসে যে রিপোর্ট তৈরি হয়েছে তাতে জানানো হয়েছে, 'ডিসেম্বর ২০১৬ থেকে ২০১৭ সালের ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত মোবাইল ইন্টারনেট গ্রাহকের সংখ্যা বেড়েছে ১৭.২২ শতাংশ। দেশে মোবাইল ইন্টারনেট পরিষেবার এই জনপ্রিয়তার কারণ হিবেবে কম খরচে সহজেই এই পরিষেবা পাওয়া কথা বলা হয়েছে।

এই রিপোর্ট উল্লেখ করা হয়েছে ২০১৩ সালের পর থেকে ক্রমাগত কমেছে ভয়েস কলের খরচ। সেই সঙ্গে ভিডিও চ্যাট এবং ভিওআইপি (ভয়েস ওভার ইন্টারনেট প্রোটোকল)-র বেড়ে চলা জনপ্রিয়তার কারণে ভয়েস কলের সংখ্যাও কমেছে অনেকটাই। ফলে গ্রাহকরা তুলনামূলকভাবে ইন্টারনেটের পিছনে বেশি খরচ করেন ভয়েস কলের থেকে। গবেষণার দেখা গিয়েছে প্রতি বছর শহরে ইন্টারনেট গ্রাহকের সংখ্যা বাড়ছে ১৮.৪ শতাংশ। অন্যদিকে গ্রামীণ ভারতে ইন্টারনেট গ্রাহকের সংখ্যা বেড়েছে ১৫.০৩ শতাংশ (ডিসেম্বর ২০১৬-ডিসেম্বর ২০১৭)। আগামীকাল ৫জি পরিষেবা শুরু হওয়ার সঙ্গে যে ইন্টারনেট গ্রাহকের সংখ্যা আরও বাড়বে সেই নিয়েও আশা প্রকাশ করা হয়েছে এই রিপোর্টে।

প্যান ও আধার কার্ড সংযোগের মেয়াদ বাড়ল

দিল্লি, ২৮ মার্চ: প্যান ও আধার কার্ড সংযোগের মেয়াদ বাড়াল সেন্ট্রাল বোর্ড অফ ডাইরেক্ট ট্যাক্স (সিবিডিআই)। আধার সংযোগের শেষ দিন ছিল ৩১ মার্চ। মাত্র চারদিন আগে সময়সীমা বাড়ল তিনমাস। আধার ও প্যান সংযোগের শেষ দিন ৩০ জুন।

গতকাল সিবিডিটি-র পক্ষ থেকে একটি অর্ডার রিলিজ করা হয়। সেখানে জানানো হয়েছে, আয়কর রিটার্ন জমা দেওয়ার কথা বিবেচনা করে এই মেয়াদ বাড়ানো হয়েছে। চলতি মাসের সুপ্রিম কোর্ট আধারের সময়সীমা বাড়ানোর বিষয়ে কেন্দ্রকে নির্দেশ দেয়। সুপ্রিম কোর্টের পাঁচ বিচারপতির বেঞ্চ জানায়, কেন্দ্রকে আধারের সময়সীমা বাড়াতে হবে। তারই প্রভাবে আধার সংযোগের সময়সীমা বাড়াল সিবিডিটিআই।

এই নিয়ে চতুর্থবার আধার সংযোগের মেয়াদ বাড়াল কেন্দ্র। গত বছর সিবিডিটি ১৩৯-এএ (২) ধারায় জানায়, ১ জুনের মধ্যে প্রত্যেক নাগরিকের প্যান কার্ডের সঙ্গে আধার সংযোগ হওয়া বাধ্যতামূলক।

সরকারি সূত্র অনুযায়ী, ৩৩ কোটি মধ্যে প্রায় ১৭ কোটি নাগরিকের আধারের সঙ্গে প্যান কার্ড সংযোগ হয়েছে।

ভারত ২০২০ সালের মধ্যে রেশম উৎপাদনে স্বনির্ভর হবে

দিল্লি, ৩০ মার্চ: রেশম বীজ উৎপাদন কেন্দ্রগুলি আধুনিক উপকরণে সজ্জিত ও শক্তিশালী করে তোলার পাশাপাশি, আগামী দিনে রেশমের বর্ধিত চাহিদা মেটানোর জন্য সেগুলির উৎপাদন ক্ষমতা আরও বাড়ানো হবে। এই প্রসঙ্গে কেন্দ্রীয় বস্ত্রমন্ত্রী স্মৃতি ইরানি আরও বলেন যে, ডিজিটাল ভারত প্রকল্পের আওতায় বীজ উৎপাদন ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কাজে যুক্ত কৃষকদের জন্য ওয়েব-ভিত্তিক সমাধান জোগানো হবে। কৃষক ও বীজ উৎপাদকদের সরাসরি সুফল হস্তান্তর ব্যবস্থার মাধ্যমে ভর্তুকি প্রদান করা হবে বলে কেন্দ্রীয় বস্ত্র মন্ত্রী জানান।

বাজারের উন্নয়ন ঘটানো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে জানিয়ে তিনি বলেন যে, দেশের প্রধান রেশম উৎপাদক রাজ্যগুলিতে ২১টি রেশমগুটি পরীক্ষা কেন্দ্র খোলা হচ্ছে। এছাড়াও, ১৯টি বুনিয়াদি রেশম বীজ খামার, ২০টি রেশম কীট বীজ উৎপাদন কেন্দ্র, ১৩১টি চাউকি পালন কেন্দ্র প্রভৃতি খোলা হচ্ছে এবং উন্নতমানের রেশম চাষের জন্য ৫০০ একর জমি পৃথক করে রাখা হচ্ছে।

কেন্দ্রীয় বস্ত্র মন্ত্রী আরও জানান যে, রেশম চাষি ও উৎপাদকরা কেন্দ্রীয় সরকারের আর্থিক সহায়তা পাবেন এবং কেন্দ্র মোট ব্যায়ের ৫০ শতাংশ বহন করবে। আর তপশিলি জাতি-উপজাতি ভুক্তদের ক্ষেত্রে কেন্দ্র মোট খরচের ৬৫ শতাংশ দেবে।

এছাড়া, উত্তর-পূর্বাঞ্চল, জম্মু ও কাশ্মীর, হিমাচল প্রদেশ, উত্তরাখণ্ড, ঝাড়খণ্ড ও ছত্তিশগড়ের সুবিধাপ্রাপকদের জন্য কেন্দ্র মোট খরচের ৮০ শতাংশ প্রদান করবে। যথাসময়ে তাঁদের ক্ষোভের প্রতিকারে এবং অন্যান্য সম্প্রসারিত কর্মসূচির জন্য একটি হেল্পলাইনও খোলা হবে বলে ইরানি জানান। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন, যে, রাজ্য সরকারগুলিকে এই প্রকল্প রূপায়ণে অংশ নিতে অনুরোধ জানানো হয়েছে, কেননা, দেশের রেশম উৎপাদন বাড়াতে তাদের ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

তিনি বলেন, দেশের ২৬টি রেশম উৎপাদক রাজ্যের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ সহ ১৭টির পৃথক রেশম চাষ দফতর রয়েছে।

আরামবাগ পৌর প্রতিষ্ঠান, আরামবাগ, হুগলী

স্মারক নং - 1955 / Aram / e-Tender / 2017-18 তারিখ- ২৯.০৩.১৮

আরামবাগ পৌর এলাকায় নিম্নলিখিত প্রকল্পটির জন্য e-Tender আহ্বান করা যাইতেছে। উপরিবর্নিত অফিস হইতে অফিসের কার্যকালে টেন্ডারের বিস্তারিত বিবরণ জানা যাবে।

প্রকল্পের নাম	ব্যয়বরাদ্দ	বায়নার পরিমাণ	সম্পাদনের সময়
টেন্ডার নং- ৩৯/আরাম/১৭-১৮ আরামবাগ পৌরসভার অন্তর্গত ০৭নং ওয়ার্ডে দৌলতপুর বাসস্ট্যান্ড এলাকায় নতুন বাসস্ট্যান্ড নির্মাণের কাজ। মৌজা-দৌলতপুর, জে.এল. নং-১০, দাগ নং-৯৩	১৭১৪৩৫৪৯/-	৩৪২৮৭১/-	১৮০ দিন

উক্ত প্রকল্পটির জন্য দরখাস্তের শেষ তারিখ ও সময় ২৫/০৪/১৮ বেলা ৫/ঘটিকা। বিশদ জানতে- www.wbetender.gov.in

স্বপন কুমার নন্দী (সভাপতি)